রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, ডিসেম্বর ১, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

বন অধিশাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২৭ নভেম্বর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **২২.০০.০০০০.০৬৬.৬৪.০৩৫.১৬.২৪২**—উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, সরকার 'জাতীয় বননীতি, ২০২৫' অনুমোদন করেছেন। তা এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা হলো।

২। জাতীয় বননীতি, ২০২৫ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

তুষার কুমার পাল
উপসচিব।

জাতীয় বননীতি, ২০২৫

(ক) ভূমিকা:

জনসংখ্যার মাত্রাতিরিক্ত চাপ, কাঠ ও বনজদ্রব্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা, বর্ধিষ্ণু শিল্পায়ন ও নগরায়ণের চাপে বনভূমির বনবিরুদ্ধ/বন বহির্ভূত ব্যবহার, অপর্যাপ্ত আইনি সুরক্ষা ও সংরক্ষণের অভাব, বন ও বনভূমিকে সংরক্ষণের পরিবর্তে রাজস্ব আহরণের উৎস হিসেবে বিবেচনা, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উষ্ণায়ন, ঘন ঘন সাইক্লোন, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদির কারণে বনের অবক্ষয় ও বনজ সম্পদ উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে বননির্ভর জনগোষ্ঠীর উপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে, বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল আশংকাজনকভাবে সংকুচিত হচ্ছে, জীববৈচিত্র্য ক্রমহ্রাস পাচ্ছে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিপরীতে সুরক্ষা ঢাল কমছে।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮ক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান রাষ্ট্রের সাংবিধানিক অঙ্গীকার। আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য সনদ ও গ্লোবাল বায়োডাইভারসিটি ফ্রেমওয়ার্ক, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG), জীববৈচিত্র্য কৌশলপত্র ও কর্মপরিকল্পনা, প্যারিস জলবায়ু পরিবর্তন চুক্তিসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য বিষয়ক কনভেনশন এবং সমঝোতায় রাষ্ট্র স্বাক্ষর বা অনুসমর্থন করেছে। তাছাড়া, বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১—২০৪১), পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বাংলাদেশের জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা, Forestry Master Plan, বাংলাদেশ জাতীয় সংরক্ষণ কৌশল, Bangladesh National REDD+ Strategy (2016—2030), বাংলাদেশের জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (২০২৩—২০৫০), Nationally Determined Contribution ইত্যাদি জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, কৃষি ফসল, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি, মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি, জলবিভাজিকা সংরক্ষণ (Watershed Conservation), উপকূলীয় এলাকায় ভূমি উদ্ধার (Land Reclamation) ইত্যাদি বিষয়ে বিদ্যমান নীতিসমূহের প্রতিফলন এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে 'জাতীয় বননীতি ১৯৯৪' যুগোপযোগী করে 'জাতীয় বননীতি, ২০২৫' প্রণয়ন করা হয়েছে।

(খ) জাতীয় বননীতির লক্ষ্য:

বন ব্যবস্থাপনাকে রাজস্বকেন্দ্রিকতা থেকে সংরক্ষণমুখী ও আধুনিকায়ন করা, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় প্রাকৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে বন, বাস্তুতন্ত্র, বন্যপ্রাণী, জীববৈচিত্র্য ও বনজ সম্পদের সংরক্ষণ, উন্নয়ন, বন সম্প্রসারণ, বন-সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনা জোরদার করা;

(গ) জাতীয় বননীতির উদ্দেশ্য:

১. বিদ্যমান বন, বনভূমি, বন বাস্তুতন্ত্র, বন্যপ্রাণী ও বনজ সম্পদ সুরক্ষা, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, অবক্ষয়িত বন পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পুনরুদ্ধার, ভূমি ক্ষয় রোধ, বন ও বৃক্ষাচ্ছাদন (Forest & Tree Cover) এবং বাস্তুতান্ত্রিক সেবার মান ও পরিমাণ বৃদ্ধিকরণ;

২. দেশে বৃক্ষাচ্ছাদনের পরিমাণ ২০৩৫ সালের মধ্যে ২৭% এ উন্নীতকরণ;

৩. বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত কর্মসূচিতে বিশেষজ্ঞ, স্থানীয় জনগোষ্ঠী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী ও বেসরকারি সংগঠন এবং তরুণদের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;

৪. বনায়ন ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে (Massive People's Movement) বিশেষজ্ঞ, স্থানীয় জনগোষ্ঠী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী ও বেসরকারি সংগঠনের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;

৫. স্থানীয় পরিবেশ উপযোগী, জীববৈচিত্র্যবান্ধব স্থানীয় প্রজাতির বৃক্ষরোপণ উৎসাহিতকরণ ও আগ্রাসী প্রজাতির বৃক্ষরোপণ নিরুৎসাহিতকরণ;

৬. বননির্ভর জনগোষ্ঠীর বন অধিকার ও প্রথাগত অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান, বন ব্যবস্থাপনায় জনগণকে সম্পৃক্তকরণ এবং প্রয়োজনে বননির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি;

৭. বন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়ন;

৮. বন সেক্টরে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস ও কার্বন মজুদ বৃদ্ধি এবং উপকূলীয় বন ও সামুদ্রিক রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা জোরদার করার মাধ্যমে সুনীল অর্থনীতিতে (ব্লু-ইকোনমি) অবদান রাখা;

৯. বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্বাক্ষরিত অথবা অনুসমর্থিত বন, বন্যপ্রাণী, জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক কনভেনশন, চুক্তি ও সমঝোতা স্মারকের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহের পরিপালন নিশ্চিত করা;

১০. সকল ধরনের বনভূমির সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বনভূমির ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা।

(ঘ) জাতীয় বননীতির নীতি-নির্দেশনাসমূহ:

১.০ সাধারণ নীতি-নির্দেশনা:

১.১ বিদ্যমান বনের সম্পূর্ণ সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে, জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি হ্রাসকল্পে উপকূলীয় এলাকায় সবুজ বেষ্টনী সৃজনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হবে এবং বনাচ্ছাদন বৃদ্ধি করে নতুন জেগে ওঠা চর, অশ্রেণিভুক্ত বন ও পতিত জমিতে বন সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

১.২ কুনমিং-মনট্রিল গ্লোবাল বায়োডাইভারসিটি ফ্রেমওয়ার্কের সাথে সঙ্গতি রেখে ২০৩০ সালের মধ্যে বনে রক্ষিত এলাকার (Protected Area) পরিমাণ দেশের মোট ভূমির ৪% এ উন্নীত করা হবে;

১.৩ বন সম্প্রসারণ ও রক্ষিত এলাকা ঘোষণা ও ব্যবস্থাপনায় নারীসহ বননির্ভর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শর্তহীন পূর্ব মতামত গ্রহণ (Free Prior & Informed Consent) ও অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, তাদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং বন অধিকার ও প্রথাগত অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করা হবে;

১.৪ বন সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক বনায়নের রূপরেখা প্রণয়ন করা হবে;

১.৫ বনবিরুদ্ধ/বন-বহির্ভূত কাজে প্রাকৃতিক বনভূমি ব্যবহার বন্ধ করা হবে;

১.৬ দেশের বনভূমির অপ্রতুলতার প্রেক্ষিতে সরকারি বনভূমি নিরপেক্ষ সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ, মন্ত্রিপরিষদের সম্মতি ও সরকার প্রধানের অনুমোদন ব্যতীত বনবিরুদ্ধ/বন-বহির্ভূত কাজে ব্যবহার করা যাবে না;

১.৭ অপরিহার্য জাতীয় প্রয়োজনে এবং কার্যকর বিকল্প না থাকলে বনভূমি বনবর্হিভূত কাজে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণমূলক বনায়ন (Compensatory Afforestation) নীতিমালা প্রণয়ন ও কঠোরভাবে অনুসরণ করা হবে;

১.৮ প্রাকৃতিক বনে ও রক্ষিত এলাকায় কেবল স্থানীয় প্রজাতির বৃক্ষরোপণ ও সহায়তামূলক প্রাকৃতিক পুনঃজন্ম (Assisted Natural Regeneration) ও সমৃদ্ধকরণ বনায়ন (Enrichment Plantation)-কে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে; এরূপ বনে বাণিজ্যিক বনায়ন, বিদেশি বা আগ্রাসী প্রজাতি দিয়ে কোনো বনায়ন করা হবে না এবং ক্রমান্বয়ে এরূপ প্রজাতি অপসারণ করা হবে;

১.৯ বনের বাস্তুতান্ত্রিক সেবার মূল্য নিরূপণের (Ecosystem Services Valuation) মাধ্যমে জিডিপিতে বন সেক্টরের অবদান নির্ণয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

১.১০ নিয়মিতভাবে জাতীয় বন জরিপ সম্পাদন করা হবে এবং বনের বৃক্ষরাজি, বনজসম্পদ ও বন্যপ্রাণী সুরক্ষা ও পরিবীক্ষণে এবং বন অপরাধ রোধে প্রচলিত ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রযুক্তির ব্যবহার প্রচলন করা হবে;

১.১১ কার্বন মজুদ নিরূপণ ও বিপণনের (কার্বন ট্রেডিং) রূপরেখা প্রণয়ন করা হবে এবং উপকূলীয় বন ও সামুদ্রিক এলাকায় রক্ষিত এলাকা সম্প্রসারণ করা হবে;

১.১২ জ্বালানি কাঠের চাহিদা মেটাতে বনের আশেপাশের গ্রামে সুপরিকল্পিত ও অধিকমাত্রায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে এবং জ্বালানি কাঠের বিকল্প ব্যবহারে ও কাঠের বিকল্প সামগ্রী উৎপাদনকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করা হবে;

২.০ সুনির্দিষ্ট নীতি-নির্দেশনা:

২.১ বন ও রক্ষিত এলাকা সংরক্ষণ:

২.১.১ সকল প্রজ্ঞাপিত বনভূমির পূর্ণাঙ্গ ম্যাপিং এবং সীমানা চিহ্নিতকরণ, খতিয়ান (Record of Rights-ROR) ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ নিশ্চিত করা হবে;

২.১.২ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানদন্ড অনুসরণ করে নিয়মিত জাতীয় বন জরিপ (National Forest Inventory) পরিচালনা ও জিডিপি ন্যাশনাল একাউন্টস-এ অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রযুক্তি নির্ভর বন পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা হবে;

২.১.৩ বনভূমির সীমানা চিহ্নিত করা, দখলকৃত ভূমিতে উচ্ছেদ কার্যক্রম জোরদার করা এবং বনভূমির দখল রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

২.১.৪ বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর বন অধিকার ও প্রথাগত অধিকার সংরক্ষণ সাপেক্ষে বন অধিদপ্তর, স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সমন্বয়ে প্রয়োজনে টাস্কফোর্স গঠন করে বনভূমির অননুমোদিত দখল উচ্ছেদ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা হবে, তবে উচ্ছেদ কার্যক্রমে বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর বন অধিকার ও প্রথাগত অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান এবং উচ্ছেদকৃত বনভূমিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বনায়ন করা হবে;

২.১.৫ আগুন থেকে বনকে রক্ষায় শুষ্ক মৌসুমে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হবে, অগ্নিপ্রবণ এলাকা বিশেষ সুরক্ষার অধীনে আনা হবে এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে আধুনিক ব্যবস্থা ও আন্তঃব্যবস্থাপনার সমন্বয় নিশ্চিত করা হবে;

২.১.৬ প্রাকৃতিক বিশ্ব ঐতিহ্য (Natural World Heritage), রামসার সাইট এবং বাংলাদেশের গৌরবের প্রতীক হিসেবে সুন্দরবনের গুরুত্ব বিবেচনায় অনন্য এ বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ ও পরিবীক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে;

২.১.৭ উদ্ভিদ এবং প্রাণীকূলের প্রজাতি বৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য বনাঞ্চল, জলাভূমি, নদী ও সামুদ্রিক এলাকায় 'রক্ষিত এলাকা' এবং অন্যান্য এলাকা ভিত্তিক কার্যকর সংরক্ষণ ব্যবস্থা (Other Effective Area Based Conservation Measure-OECM) সম্প্রসারণ করা হবে;

২.১.৮ পানির প্রবাহ সচল রাখা, জলাধার ও ভূগর্ভস্থ জলাধার পুনর্ভরণ (Aquifer Recharge) এবং পানি পরিশোধনকে বনের বাস্তুতান্ত্রিক সেবা হিসেবে সংরক্ষণ করা হবে;

২.১.৯ জলবিভাজিকা (Watershed) ও জলবিভাজিকার আওতাধীন বন সংরক্ষণের জন্য সীমানা চিহ্নিতকরণপূর্বক ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা হবে;

২.১.১০ উপকূলীয় বন ও সমুদ্র এলাকায় বনের সীমানা চিহ্নিতকরণপূর্বক বিশেষ ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা হবে এবং ব্লু-ইকোনমিতে এরূপ বনের অবদান নিরূপণ করা হবে;

২.১.১১ বন অধিদপ্তর স্থানীয় প্রশাসনসহ সরকারের সকল দপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থা ও বিভাগের সাথে সমন্বয় করবে এবং এরূপ সকল সংস্থা বন অধিদপ্তরকে সহযোগিতা প্রদান করবে;

২.১.১২ বনের উপর চাপ কমাতে কাঠ আমদানি সহজ করা হবে;

২.১.১৩ বন সংরক্ষণে যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন করা হবে;

২.২ জীববৈচিত্র্য এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ:

২.২.১ বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল, বিচরণক্ষেত্র ও বন্যপ্রাণীর চলাচল পথ (Corridor) সংরক্ষণ এবং সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে দ্রুত অগ্রাধিকারভিত্তিতে পর্যাপ্ত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;

২.২.২ বিপদাপন্ন (Threatened), প্রায় বিপদাপন্ন (Near Threatened) ও ন্যূনতম বিপদাপন্ন (Least Concern) এবং দেশে বা প্রাকৃতিক পরিবেশে বিলুপ্ত উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি পুনঃপ্রবর্তন বা সংরক্ষণের জন্য আবাসস্থল পুনঃপ্রতিষ্ঠা (Habitat Restoration), নিয়মিত জরিপ, আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুসরণ করে লাল তালিকা প্রণয়ন ও হালনাগাদ করা হবে। বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem) ভিত্তিক প্রজাতির সংরক্ষণ প্রজনন (Conservation Breeding) কার্যক্রম গ্রহণসহ স্ব-স্থানিক (In-situ) এবং বহিঃস্থানিক (Ex-situ) সংরক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে;

২.২.৩ বিদেশি আগ্রাসী প্রজাতি সীমিতকরণ, নিয়ন্ত্রণ, প্রশমন ও রক্ষিত এলাকায় এরূপ প্রজাতি নিষিদ্ধের কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে;

২.২.৪ মানুষ-বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্ব নিরসনে যথাযথ কৌশল নির্ধারণ, প্রযুক্তির প্রয়োগ, জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

২.২.৫ বন্যপ্রাণী এবং উদ্ভিদের আন্তর্জাতিক পাচার নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এতদবিষয়ে কাস্টমস, আইন শৃঙ্খলা বাহিনীসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাহায্যে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে;

২.৩ বন ও বৃক্ষাচ্ছাদন সম্প্রসারণ এবং সমৃদ্ধকরণ:

২.৩.১ বন অধিদপ্তর বন ও বৃক্ষাচ্ছাদন সম্প্রসারণের জন্য অবিলম্বে এলাকা চিহ্নিত করবে ও সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে;

২.৩.২ বন অধিদপ্তর পাহাড়ি বন, শালবন, উপকূলীয় বন, বিদ্যমান ও ক্ষয়িষ্ণু বনসহ সকল অবক্ষয়িত বন বাস্তুতন্ত্র (Forest Ecosystem), জলবিভাজিকা (Watershed), অন্যান্য সংবেদনশীল, ক্ষয়িষ্ণু ও দখলকৃত বন এলাকাসমূহে বন পুনরুদ্ধার এবং সমৃদ্ধকরণের জন্য সময়ভিত্তিক পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় প্রজাতির বৃক্ষ এবং সহায়তামূলক প্রাকৃতিক পুনঃজন্ম (Assisted Natural Regeneration) ও সমৃদ্ধকরণ বনায়ন (Enrichment Plantation)-কে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে;

২.৩.৩ বনভূমির পাশাপাশি উপকূলীয় অঞ্চলে ঘন ম্যানগ্রোভ ও জলবায়ু সহিষ্ণু সবুজ বেষ্টনী (Green Belt) সম্প্রসারণ, তিন পার্বত্য জেলার অশ্রেণিভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চলে বন অধিদপ্তরের মাধ্যমে বনায়ন, চকরিয়া সুন্দরবন ও আটিয়া বনসহ অন্যান্য ক্ষয়িষ্ণু বনে গ্রামবন এর রূপরেখায় বন পুনরুদ্ধার, নগর বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন, নদী, হ্রদ, হাওর ও অন্যান্য জলাভূমির জলবিভাজিকায় (Watershed) তীরবর্তী বনাঞ্চল (Riparian Forest) ও জলাভূমি বন (Swamp Forest) গড়ে তোলা, রাস্তা ও রেল লাইনের পার্শ্বে বাঁধের ঢাল এবং সরকারি-বেসরকারি-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমিতে নির্ধারিত লক্ষ্যের বিপরীতে বৃক্ষরোপণ করা হবে, বন খাতে অধিকতর বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (Public Private Partnership) মাধ্যমে কার্বন ট্রেডিং প্রকল্প বা অন্যবিধ সংরক্ষণ বা ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

২.৩.৪ অশ্রেণিভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চলে বন বিভাগের মাধ্যমে ব্যাপক বনায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, প্রথাগত প্রতিষ্ঠান, সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে বন অধিদপ্তর বনায়ন করবে;

২.৩.৫ চা বাগানসহ দেশের সকল পতিত ও প্রান্তিক ভূমিসহ বনায়ন উপযোগী অন্যান্য খালি জায়গায় বনায়ন/ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে এবং শিক্ষার্থীদের বৃক্ষরোপণে উদ্বুদ্ধ করা হবে;

২.৩.৬ বজ্রপাতের মতো দুর্যোগ থেকে মৃত্যু রোধকল্পে সারাদেশে রাস্তার পাশে, হাওর এলাকায় বা নদীর তীরে উঁচু বৃক্ষ (যেমন: তাল গাছ) রোপণ করা হবে;

২.৩.৭ সারাদেশে ভেষজ ও সুগন্ধি উদ্ভিদ রোপণ উৎসাহিত করা হবে;

২.৩.৮ নগর সবুজায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, স্থপতি, নগর পরিকল্পনাবিদ, উদ্যানতত্ত্ববিদকে সম্পৃক্ত করে নগর বনায়নের ল্যান্ডস্কেপ প্ল্যান করা হবে এবং নগর এলাকার পতিতভূমি, সড়ক বিভাজিকা ও সড়কের পাশে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে;

২.৩.৯ সকল ক্ষেত্রেই রোপিত বৃক্ষের পরিচর্যা নিশ্চিত করা হবে;

২.৩.১০ নগর এলাকায় আর্বোরেটাম (Arboretum), উদ্ভিদ উদ্যান ও নার্সারি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

২.৩.১১ বিশেষজ্ঞদের ও স্থানীয় জনগণের পরামর্শে বহুস্তরবিশিষ্ট, স্থানীয় পরিবেশ উপযোগী, বাস্তুসংস্থানভিত্তিক (Ecosystem Based) বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম জোরদার করা হবে;

২.৩.১২ দেশের সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও নাগরিকদের বৃক্ষরোপণে উদ্বুদ্ধ করা হবে;

২.৩.১৩ বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণে কারিগরি নির্দেশনা সংবলিত নার্সারি ও প্ল্যানটেশন ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হবে;

২.৩.১৪ পার্বত্য অঞ্চলে মাটির আর্দ্রতা বিনাশী বৃক্ষের প্রজাতি রোপণ নিরুৎসাহিত করা হবে;

২.৪ অংশগ্রহণমূলক বন ব্যবস্থাপনা:

২.৪.১ নারী, বননির্ভর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসহ স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে বনায়ন ও বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদার করা হবে;

২.৪.২ এলাকা ও অবস্থানের নিরিখে অংশগ্রহণমূলক বন ব্যবস্থাপনার জন্য উপযোগী মডেল উদ্ভাবন ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

২.৪.৩ বন আইনের অধীনে গ্রামীণ বন বিধিমালা প্রণয়ন করা হবে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের গ্রামবন (Village Common Forest) সহ দেশের অন্যান্য সফল অংশীদারিত্বমূলক বনায়নের রূপরেখার আইনি স্বীকৃতি প্রদান করা হবে;

২.৪.৪. বন, বনের বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র্যের উপর প্রভাব নিরূপণ সাপেক্ষে সামাজিক বনায়ন, সহ-ব্যবস্থাপনা এবং সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সংস্কার করা হবে;

২.৫ প্রকৃতি-শিক্ষণ ও বনে পর্যটন ব্যবস্থাপনা:

২.৫.১ বন বিষয়ে সচেতনতা ও সংবেদনশীলতা গড়ে তুলতে প্রকৃতি শিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে;

২.৫.২ পরিবেশসম্মত টেকসই প্রকৃতি-পর্যটন (Eco-tourism)-এর অনুমোদনের ক্ষেত্রে 'বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ও জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ এলাকা' যথাসম্ভব বহির্ভূত রাখা হবে;

২.৫.৩ বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ সাপেক্ষে বন বাস্তুতন্ত্র (Forest Ecosystem) সংরক্ষণ ও বন্যপ্রাণীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পর্যটকদের সর্বোচ্চ সংখ্যা ও আচরণবিধি নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হবে;

২.৫.৪ শুধু বাণিজ্যিক বিবেচনায় বনাঞ্চলে ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলে কোনরূপ পর্যটন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না;

২.৫.৫ বনভূমিতে বনভোজন, একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিক, উচ্চ আওয়াজ সৃষ্টিকারী যন্ত্র, দাহ্য পদার্থ, ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় কীটনাশক, বালাইনাশকসহ রাসায়নিক দ্রব্য বা বন বাস্তুতন্ত্রের প্রতি হুমকিস্বরূপ কোনো কিছু বহন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হবে;

২.৫.৬ বনাঞ্চলে প্রকৃতি নির্ভর দায়িত্বশীল পর্যটন অনুমোদন দিলে বননির্ভর জনগোষ্ঠীকে পর্যটন পরিচালনায় সম্পৃক্ত করা হবে। পর্যটন অনুমোদনের ক্ষেত্রে বননির্ভর জনগোষ্ঠীর বিশেষত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর পারিবারিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি কোনো হুমকি সৃষ্টি করা যাবে না;

২.৬ বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য বিষয়ক শিক্ষা, গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ:

২.৬.১ বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য বিষয়ে শিক্ষা, গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা কার্যক্রম জোরদার করা হবে;

২.৬.২ পাঠ্যক্রমে বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হবে;

২.৬.৩ বন একাডেমী, বাংলাদেশ ওয়াইল্ড লাইফ সেন্টার, ফরেস্ট্রি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) ও বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি)-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়ন করা হবে;

২.৬.৪ বিপদাপন্ন (Threatened) উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির 'জিন ব্যাংক' স্থাপন করা হবে;

২.৭ সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা:

২.৭.১ বন অধিদপ্তর বন বিষয়ক সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। সরকারি পর্যায়ে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমে বন অধিদপ্তরকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে;

২.৭.২ বন অধিদপ্তরকে স্বচ্ছ, অধিকতর দক্ষ, আধুনিক, প্রযুক্তি নির্ভর ও যুগোপযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে পর্যাপ্ত জনবল, অর্থ ও লজিস্টিকের প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

২.৭.৩ বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিটকে (Wildlife Crime Control Unit-WCCU) পর্যাপ্ত সংখ্যক জনবল নিয়োগসহ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, সরঞ্জামাদি (Logistics) এবং প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে শক্তিশালী করা হবে এবং বন ও বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধ দমন কাজে উৎসাহ প্রদান ও প্রতিযোগিতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বন কর্মীদের পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

২.৭.৪ বন্যপ্রাণীর সুরক্ষা ও বন পরিবীক্ষণে প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে বন অধিদপ্তরে বন্যপ্রাণী উইং ও আইটি ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হবে;

২.৭.৫ কর্মক্ষেত্রে উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধির জন্য দুর্গম ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার বনকর্মীদের ঝুঁকি ভাতা (Risk Allowance) ও অন্যান্য সুরক্ষা প্রদান করা হবে;

২.৭.৬ বন ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ এবং বন ও বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধ দমন কাজে উৎসাহ প্রদান ও প্রতিযোগিতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বনকর্মীদের পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

২.৭.৭ বন অধিদপ্তর নিজস্ব জেন্ডার পলিসি অনুসরণ করবে এবং নিয়োগসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে;

২.৭.৮ বন অধিদপ্তর প্রতি বছর বার্ষিক কর্মসূচি ও আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করবে;

২.৭.৯ বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নাগরিক অভিযোগ নিষ্পত্তিকল্পে বন অধিদপ্তরে প্রতিটি অভিযোগ বা আবেদন রেজিস্ট্রি করা, অভিযোগের যথাযথ অনুসন্ধান নিশ্চিত করা এবং প্রয়োজনে তদন্ত ও শুনানির আয়োজন করা হবে;

২.৭.১০ আন্তঃবিভাগীয় বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে নিরপেক্ষতার স্বার্থে মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা হবে;

২.৮ জাতীয় বননীতি বাস্তবায়ন কৌশল:

২.৮.১ জাতীয় বননীতি ২০২৫ বাস্তবায়নে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন বন অধিদপ্তর অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে;

২.৮.২ বন অধিদপ্তর এই নীতির আলোকে সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও কৌশলপত্র প্রস্তুত করবে এবং বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে কাজের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করবে;

২.৮.৩ সকল ক্ষেত্রে বন পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণের কাজ প্রাধান্য পাবে, অংশগ্রহণমূলক বন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে এবং গৃহীত কর্মপরিকল্পনা সময়ভিত্তিক ও অংশগ্রহণমূলক করা হবে;

২.৮.৪ সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে বন অধিদপ্তর রাজস্ব বাজেটের পাশাপাশি অন্যান্য উৎস থেকে আর্থিক অনুদান ও ঋণ গ্রহণ করতে পারবে এবং যৌথ ব্যবস্থাপনাসহ এই নীতির উদ্দেশ্যপূরণকল্পে অন্যান্য বিষয়ে সমঝোতা স্মারক/চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারবে;

২.৮.৫ জাতীয় বননীতি ২০২৫ সময়ে সময়ে হালনাগাদ করা হবে।

২.৯ ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ:

এই নীতি কার্যকর হওয়ার পর সরকার, গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই নীতির মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করবে। ইংরেজি পাঠ এবং মূল বাংলা পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাবে।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd